সমাবর্তনের উচ্ছ্বাসে রঙিন দিন

শাহিন আলম শাওন
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:০০ এএম

"দীর্ঘ শিক্ষাযাত্রার পর এক গৌরবোজ্জ্বল প্রাপ্তির নাম সমাবর্তন। শুধু সনদ পাওয়ার আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং হাজারো স্বপ্ন, পরিশ্রম আর আবেগের মিলনমেলায় গত ২ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর আফতাবনগর খেলার মাঠে আয়োজিত হয় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ২৫তম সমাবর্তন। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ও গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ১ হাজার ৮৫৭ জন শিক্ষার্থীকে সনদ দেওয়া হয়।

এ ছাড়া ৯ মেধাবী শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয় স্বর্ণপদক। এই সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (বিপিএসসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম। পদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা তাদের অনুভূতির কথা জানিয়েছেন আমাদের সময়কে। তুলে ধরেছেন শাহিন আলম শাওন

দ্রুত শিখুন, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যান

তপন চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস

বিশ্ব প্রযুক্তি নতুনভাবে গড়ে উঠছে। ফলে ক্যারিয়ার স্থিতিশীল নেই। এখনকার প্রতিযোগিতা বৈশ্বিক। শুধু ঢাকায় সীমাবদ্ধ নয়; সিঙ্গাপুর, লন্ডন, বেইজিং, মুম্বাই ও সিলিকন ভ্যালিতেও আছে। কিন্তু এতে ভয় পাওয়া যাবে না, বরং অনুপ্রাণিত হতে হবে। এছাড়া জীবনের শুরুতেই যদি একটি বিষয়ের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে চান, সেটি হলো ব্যর্থতা। আমি একবার নয়, বহুবার ব্যর্থ হয়েছি। ব্যর্থতা চরিত্র গড়ে। ব্যর্থতা বিচারবুদ্ধি শানিত করে। ব্যর্থতা বিনয় শেখায়। যখন ব্যর্থতা আসবে, তাকে স্বাগত জানান। দ্রুত শিখুন, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যান। ব্যর্থতা সাময়িক; অনুশোচনা অনেক বেশি স্থায়ী। শর্টকাট যত সহজই দেখাক, নৈতিক থাকুন। আর উদ্দেশ্যে অটল থাকুন।

আজ পেছনে তাকিয়ে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমার কিছু বড় ব্যর্থতাই আমার সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করতাম, জীবন একটি ছকবাঁধা সূত্র মেনে চলে। শিক্ষা, ক্যারিয়ার, সাফল্য, সুখ সব ধাপে ধাপে আসে। কিন্তু আসলে জীবন কোনো পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড মেনে চলে না। বিশেষ করে ব্যর্থতা কখনই সিনেম্যাটিক নয়। সেখানে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক নেই, স্লো মোশন নেই, অনুপ্রেরণামূলক সাবটাইটেলও নেই। কিন্তু সেই মুহূর্তগুলো আমাকে এমন শিক্ষা দিয়েছে, যা কোনো মানুষই দিতে পারত না। আজকের পর যদি নিজেকে অনিশ্চিত বা একটু হারিয়ে যাওয়া মনে হয়, আতঙ্কিত হবেন না। আপনি পিছিয়ে যাননি, ভাঙেননি। আপনি কেবল শিখছেন। শিক্ষা কেবল একটি সুবিধা নয়; এটি একটি দায়িত্ব। আগামী বছরগুলোতে আপনার ডিগ্রি নীরবে আপনাদের কিছু অস্বস্তিকর কিন্তু অপরিহার্য প্রশ্ন করবে। একটি সাফল্য কেবল চাকরির পদবি, বেতন বা কত দ্রুত লিংকডইন আপডেট করলেন- তা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। প্রকৃত সাফল্য নিহিত থাকে প্রভাবের মধ্যে।

আমার দাদা ছিলেন সাফল্যের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা

মোহাম্মদ শাওকি আফতাব, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

সদ্য সমাপ্ত ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ২৫তম সমাবর্তনে থেকে সিজিপিএ ৪.০০-এর মধ্যে ৪.০০ এবং ‘সুম্মা কাম লাউড’ সম্মাননাসহ গোল্ড মেডেল অর্জন করেছি। কনভোকেশনের দিনে এই স্বীকৃতি হাতে পাওয়ার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন, তবে দীর্ঘ পরিশ্রমের পর এই সাফল্য নিঃসন্দেহে আনন্দদায়ক। আমার সাফল্যের মূলমন্ত্র ছিল ধারাবাহিকতা। আমি কখনই তথাকথিত পড়ুয়া ছিলাম না বা রাত জেগে পড়তাম না। আমার রুটিন সাজানো ছিল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ওপর ভিত্তি

করে। ফজরের পর থেকে ক্লাস শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত সময়টা আমি পড়ার জন্য বেছে নিতাম। এ ছাড়া একাডেমিক পড়ার বাইরে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং-এর চর্চা আমার সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও চিন্তার জগৎকে শাণিত করেছে। আমার এই যাত্রায় সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা আমার দাদা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। আমি জন্মের আগেই তিনি মারা যান, কিন্তু পরিবারের কাছে তার গল্প শুনে বড় হয়েছি। দাদাকে না দেখলেও তার পরিচয়ের বাইরে নিজের স্বতন্ত্র একটি পরিচয় তৈরি করার স্বপ্নই আমাকে সব সময় তাড়িত করেছে। এ ছাড়া আমার মা-বাবার অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সহপাঠীদের সঙ্গে 'হেলদি কম্পিটিশন' আমাকে এতদূর আসতে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে বন্ধুদের সঙ্গে গ্রুপ স্টাডি ও নলেজ শেয়ারিং আমার রেজাল্টে বড় ভূমিকা রেখেছে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে আমার মা সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন

রিদাহ্ ফায়সাল, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

ইউনিভার্সিটি জীবনটা শুরু হয় করোনাকালীন অনলাইন ক্লাস থেকে। তারপর যখন অফলাইনে আমাদের ক্লাস শুরু হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া ছিল একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। প্রথম সেমিস্টার ও দ্বিতীয় সেমিস্টারে সিজিপিএ চার পেয়েছিলাম। যখন ১০০% স্কলার্শিপ পেলাম তখন নিজের প্রতি নিজের আত্মবিশ্বাসটা বেড়ে গেল। ২০২২ সালে পরিবারে ঘটে গেল একটা চরম দুর্ঘটনা। আমার বাবা হার্ট অ্যাটাক করে হাসপাতালে ভর্তি। সে সময়টা ছিল প্রচণ্ড রকমের কঠিন একটা সময় মানসিক চাপ। পারিবারিক অস্থিরতা, বাবার জন্য স্ট্রেস, ছোট বোনের লেখাপড়া সবকিছু মিলিয়ে ওই সেমিস্টারটা ছিল একটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জের। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে আমার মা আমাকে সাহায্য করেছেন। মা বললেন, স্কলারশিপ পাওয়া দরকার নেই, শুধু সেমিস্টারটা যেন ড্রপ না হয়। আমার এই সাফল্যের পেছনে আমার অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা, আমার বাবা-মায়ের অবদান, ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি এবং বন্ধদের অবদান অপরিসীম। ভবিষ্যতে যে বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছি, সেটা নিয়ে সামনের দিকে আরও এগিয়ে যাওয়ার।

আমার অর্জিত এই স্বর্ণপদকের চেয়েও আমার পরিবার জীবনের আসল স্বর্ণ

নাহিদা হক, এমএস কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

স্বর্ণপদক পাওয়ার স্বপ্নটা মনের ভেতর সেই শুরু থেকেই লালন করতাম। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, কঠোর পরিশ্রম এবং মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখলে তিনি আমার জন্য সবকিছু সহজ করে দেবেন। আমার মা সব সময় বলতেন, তুমি তোমার সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করো, আল্লাহ তোমার স্বপ্ন পূরণ করবেন। মায়ের এই কথাটিই ছিল আমার এগিয়ে যাওয়ার মূলমন্ত্র। আমার ভালো ফলাফলের ধারাবাহিকতা ছিল স্নাতক (অনার্স) পর্যায়েও। সেখানে ভালো ফলের স্বীকৃতিস্বরূপ আমি সম্মানজনক 'ম্যাগনা কাম লাউডি' অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছিলাম। স্নাতকোত্তর (এমএসসি) পর্যায়েও আমি শুরু থেকেই মেধাভিত্তিক স্কলারশিপ নিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছি।

আমার এই সাফল্যের পেছনে ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অবদান অনস্বীকার্য। এখানকার শিক্ষকরা অত্যন্ত আন্তরিক। শিক্ষাজীবনের শেষের দিকে আমার বিয়ে হয় এবং আমি পুরোদমে পড়াশোনা চালিয়ে গেছি। আমার স্বামী আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমার এই দীর্ঘ পথচলায় আমার বাবা-মা, আমার বোন এবং আমার স্বামী তারা সবাই আমার পাশে ছিলেন ছায়ার মতো। আমার অর্জিত এই স্বর্ণপদকের চেয়েও তারাই আমার জীবনের 'আসল স্বর্ণ'।

ব্যর্থতা, অবমূল্যায়ন আর উপহাসই ছিল আমার নিত্যসঙ্গী

কাজী ফেরদৌস হাসান, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

জীবনের সেরা অর্জনগুলো অনেক সময় পরীক্ষার খাতায় নয়, সংগ্রামের ভেতর লেখা থাকে। আমার যাত্রাটিও ঠিক তেমনই। একাডেমিক জীবনে আমি কখনই খুব মেধাবী বা উজ্জ্বল ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলাম না। বরং ব্যর্থতা, অবমূল্যায়ন আর উপহাসই ছিল নিত্যসঙ্গী। সেই অভিজ্ঞতাগুলোই ধীরে ধীরে আমাকে জেদি করে তোলে জীবনে কিছু করতেই হবে। এইচএসসি-পরবর্তী ভর্তি পরীক্ষায় প্রত্যাশিত ফল না পাওয়া, বিশেষ করে বুয়েটে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেয়েও সফল হতে না পারা, আমার জীবনের বড় আফসোস। তখন ভেঙে পড়েছিলাম। কিন্তু আমার মা একটিই কথা বলেছিলেন, 'ভেঙে পড়ো না, পর্যাপ্ত পরিশ্রম না করার ফলেই তুমি সফল হতে পারোনি।' সেই কথাই আজও আমাকে পথ দেখায়।

আমি একটি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছি। ভালো মানের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা আমাদের জন্য সহজ ছিল না। ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি ও সহায়তা আমাকে সেই সুযোগ করে দেয়। এখানে পড়াশোনার পরিবেশ, গবেষণার সুযোগ এবং শিক্ষকদের আন্তরিক দিকনির্দেশনা আমাকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছে।

আমি সামাজিক প্ল্যাটফর্মে নিজেকে কম ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করেছি

মো. শাকিল ভূঁইয়া, এমএস কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গোল্ড মেডেল অর্জন করার অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ এবং অনুপ্রেরণামূলক। গবেষণার সময় নানা সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়েছে, যা ধৈর্য এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতার পরীক্ষা নেয়। শেষ সেমিস্টারে একটি কোর্সে আমি ভেবেছিলাম হয়তো পারফেক্ট গ্রেড পাওয়া সম্ভব হবে না। ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরও দেখার আগে আমি একদিন অপেক্ষা করি, ভয় ছিল যে হয়তো আমি আমার কঠোর পরিশ্রমের ফল হারিয়েছি। তবে আমি নিজেকে বোঝাই যে, প্রতিটি চ্যালেঞ্জই শেখার সুযোগ এবং আজকে যদি আমি এখান থেকে কিছু পাই বা না পাই তবুও পেয়েছি জ্ঞান এবং শিক্ষা যা আমাকে ভবিষ্যতে সাহায্য করবে। আমি সামাজিক প্ল্যাটফর্ম থেকে নিজেকে কম ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করেছি, যাতে পড়াশোনা আমার জন্য আরও আনন্দময় এবং আকর্ষণীয় হয়। এই অর্জন সম্ভব হতো না আমার পিতামাতার অটল সমর্থন ছাড়া। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার সুপারভাইজার প্রফেসর ড. আহমেদ ওয়াসিফ রেজার কাছে, যার পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা অমূল্য এবং অন্যান্য শিক্ষক ড. এম রুহুল আমিন, ড. মোহাম্মদ রিফাত আহম্মেদ রশিদ, ড. মোহাম্মদ হাসানুল ফেরদৌস এবং ড. রায়হান উল ইসলাম, যাদের জ্ঞান ও অনুপ্রেরণা আমার যাত্রাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই অর্জন আমাকে বিশ্বাস করিয়েছে যে অধ্যবসায়, মনোযোগ এবং স্বাচ্ছন্দ্যে বলয়ের বাইরে যাওয়া স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পারে।

বাবা-মাকে গর্বিত করাই ছিল আমার প্রধান লক্ষ্য

সৈয়দা তাসফিয়া রহমান, এমএস কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

জীবনে আমি কখনো ভালো ফলাফল করতে ব্যর্থ হইনি, বরং ভালো ফলাফলের মাধ্যমে বাবা-মাকে গর্বিত করেছি। তবে বুয়েটে চান্স না পাওয়াটাই ছিল আমার জীবনের প্রথম বড় ব্যর্থতা। সেই ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে, আমি সিএসই পড়ার স্বপ্ন নিয়ে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই। সেখানে বিএসসি শেষ করি ভালো সিজিপিএ নিয়ে এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির এমএসসি ইন সিএসই প্রোগ্রামে ভর্তি হয়ে আমি সিজিপিএ ৪.০ পেয়ে ইস্ট ওয়েস্ট-এর ২৫তম সমাবর্তনে

এমএসসি ইন সিএসই প্রোগ্রামে গোল্ড মেডেল অর্জন করি। এটি আমার জীবনের একটি অনন্য অধ্যায়, গর্বের বিষয়, কারণ এটি কেবল একটি পদক নয়, বরং বহু বছরের অধ্যবসায়, ত্যাগ এবং অটুট আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন।বাবা-মাকে গর্বিত করাই ছিল আমার প্রধান লক্ষ্য। গোল্ড মেডেল পাওয়ার মুহূর্তটি ছিল আবেগঘন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন আমার নাম ঘোষণা করা হয়, তখন মনে হয়েছিল- সব পরিশ্রম, নির্ঘুম রাত আর সংগ্রাম আজকে সার্থক হয়েছে। সেই মুহূর্তে আমি কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করেছি সর্বপ্রথম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে, এরপর আমার বাবা-মা ও শিক্ষকদের, যারা সব সময় আমাকে স্বপ্ন দেখতে এবং সেই স্বপ্নের জন্য লড়তে শিখিয়েছেন। এই সফলতা আমাকে শিখিয়েছে, কীভাবে ব্যর্থতাকে জয় করা যায়। প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজের লক্ষ্য স্পষ্ট করে ধারাবাহিক চেষ্টা চালালে সফলতা ধরা দেবে। আমি ভবিষ্যতে আরও গবেষণা ও প্রযুক্তিতে অবদান রাখতে চাই, যেন আমার গল্প অন্যদেরও স্বপ্ন দেখার অনুপ্রেরণা হয়। "